- **দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার দ্বারপ্রান্তে।** বার্ষিক খাদ্যশস্যের উৎপাদন ৩ কোটি ৭২ লাখ ৬৬ হাজার মে. টন। **চাল আমদানী বন্ধ,** সুগন্ধি চাল রপ্তানী হচ্ছে।
- পাটের জীবন রহস্য আবিস্কার এবং পাটসহ পাঁচশতাধিক ফসলের ক্ষতিকর ছত্রাকের জীবন রহস্য উন্মোচন।
- ফসলের প্রতিকূলতা সহিষ্ণু ও উচ্চফলনশীল নতুন জাত উদ্ভাবন: ১৪৫ টি (ধান বীজ ২২টি)।
- ৩ দফা সারের মূল্য হ্রাস (কেজিপ্রতি):
  - ✓ টিএসপি ৮০ টাকা থেকে ২২ টাকা;
  - ✓ এমওপি ৭০ টাকা থেকে ১৫ টাকা; এবং
  - ✓ ডিএপি ৯০ টাকা থেকে ২৭ টাকা মূল্য নির্ধারণ।
- বোরো ধানের উচ্চফলনশীল বীজ সরবরাহ:
  - ✓ ২০০৮-০৯ বছরে জাতীয় চাহিদার ৩৯%;
  - ✓ ২০১২-১৩ বছরে জাতীয় চাহিদার ৫৯%;
  - ✓ এ বছর বাংলাদেশ থেকে প্রথমবারের মত উচ্চফলনশীল এবং হাইব্রীড ধানবীজ ও সবজিবীজ রপ্তানী শুরু হয়েছে।
- সার, জ্বালানী ও সেচ কাজে বিদ্যুতে ভর্তুকি প্রদান: ৩২ হাজার ১৫০ কোটি ৮৬ লাখ টাকা।
- খামার যান্ত্রিকীকরণে ভর্তুকি প্রদান: ১৬৩ কোটি ৪১ লাখ টাকা।
- কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড প্রদান: ১ কোটি ৪৪ লাখ ৫৯ হাজার ৮৫৬ জন ।
- খুচরা সার বিক্রেতা নিয়োগ: ২৮ হাজার ৮১৩ জন।
- ১০ টাকায় কৃষকের ব্যাংক একাউন্ট খোলা: ৯৮ লাখ ৫৪ হাজার ৬০৬ টি।
- আইলা, সিডর, মহাসেনসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে কৃষি পুনর্বাসন/প্রণোদনা প্রদান ৩১৪ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা।
- নিয়োগ/কর্মসংস্থান: ৫ হাজার ২ শত ৭৭ জন।
- মাটি ও জলবায়ুর ভিত্তিতে ফসলের ক্রপ জোনিং ম্যাপ প্রণয়ন: ১৭ টি।
- **ডিজিটাল কৃষির প্রবর্তন:**
  - ✓ উপকূলীয় অঞ্চল আমতলীতে ০১ টি কমিউনিটি রুরাল রেডিও কেন্দ্র স্থাপন;
  - ✓ ১৪৫ টি কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (এআইসিসি) স্থাপন;
  - ✓ ১০টি আইসিটি ল্যাব চালু;
  - ✓ ১৫টি মাল্টিমিডিয়া ই-বুক প্রস্তুত;
  - ✓ কৃষি কল সেন্টার চালু: উপকারভোগী কৃষকের সংখ্যা: ৪০ হাজার (প্রায়);
  - ✓ এসএমএস এর মাধ্যমে কৃষকদের তথ্য প্রদান: ৭০ হাজার (প্রায়);
  - ✓ কৃষি বিষয়ক সর্ববৃহৎ বাংলা ওয়েবসাইট চালু: (www.ais.gov.bd);
  - ✓ ২০০টি উপজেলায় অনলাইন ফার্টিলাইজার রিকমেন্ডেশন সিস্টেম প্রবর্তন; এবং
  - ✓ মাঠ পর্যায়সহ সকল দপ্তর ইন্টারনেট সংযোগের আওতায় আনা।

২৭/১০/১৩